দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

047

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৬ই মাঘ, ১৩৯৩

বোর্ডের বই বাজারে আসবে কবে?

সরকারের নির্দেশে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস শুরু হলেও আজ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ডের নতুন বই হাতে পায়নি। ফলে বছরের গোড়া থেকেই স্কুলগুলোতে পুরোদমে লেখাপড়া শুরু করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলোকে খোলার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তা এখন ভেস্তে যেতে বসেছে।

বছরের শুরুতে ক্লাস শুরুর পাশাপাশি সরকার সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিনের জায়গায় একদিন করেছেন, বার্ষিক ছুটিও অনেক কমিয়ে দিয়েছেন এবং এমনকি পরীক্ষাসমূহের সময়সূচীও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অভিভাবকরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবার থেকে বিদ্যালয়গুলোতে বুঝি সত্যি সত্যি 'সিরিয়াসলি' লেখাপড়া হবে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বই-ই না পায় তাহলে লেখাপড়াটা আর হয় কি করে। বিসমিল্লায় গলদের জন্য এখন 'সকলি গরল ভেল' হয়ে যাচ্ছে।

সরকারী নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য ভাল বলে মনে হলেও এজন্য যে সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়া হয়েছে। বই-পুস্তকের খবর নেই, ক্লাস শুরুর নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।

বোর্ডের বই প্রকাশ ও সরবরাহে বিলম্ব যে এবারই প্রথম হলো তা নয়। বরং বিগত কয়েক বছর ধরেই তা হয়ে আসছে। এক বছর সমস্যা হলে তো পরের বছরই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তা ঠিক হয়ে যাবার কথা। বরাবর একই অজুহাত অভিভাবকরা মেনে নেয় কি করে? অতীতে দেখা গেছে বই প্রকাশে বিলম্বের কারণ ছিল বিলম্বে পাণ্ডুলিপি জমা দেয়া, প্রকাশকদের বিলম্বে ছাপা শুরু করা, বই বাঁধাই প্রতিষ্ঠানে মৌসুমী ধর্মঘট পালন করা এবং ফলে সময়মত বই সরবরাহে ব্যর্থতা। এবার অবশ্য পাণ্ডুলিপি যথাসময়েই প্রকাশকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছেন প্রকাশকরা। এবারও তারা এজন্য অজুহাত দেখিয়েছেন সময়মত নিউজপ্রিন্ট না পাবার এবং বাঁধাইকারীদের সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের। গত বছরও তারা এক অজুহাতই দেখিয়েছিলেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, প্রকাশকদের জন্য অনেক আগে থেকেই বিস্তর নিউজপ্রিন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশ্ন দাঁড়ায় আসলেই কি প্রকাশকরা সময়মত নিউজপ্রিন্ট পাননি। নাকি নিউজপ্রিণ্ট দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হয়েছে? শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রাক্কালে প্রতিবছর বাঁধাইকারীদের ধর্মঘটের ব্যাপারটাও গোলমেলে এবং পূর্ব পরিকল্পিত বলেই মনে হয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের পুরনো বই-এর ষ্টক বিক্রির জন্যই নাকি এবছর নতুন বই বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাজারে নতুন বই না আসার সুযোগে গত বছরের বই বিক্রি করা হচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, যদিও নতুন সংস্করণের বইয়ে যথেষ্ট রদবদল করা হয়েছে।

আমরা মনে করি বোর্ডের বই প্রকাশনায় বিলম্বের মূল কারণ সমন্বয়হীনতা। একে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করছে। আর প্রকাশকদের মধ্যে যদি অসৎ মনোবৃত্তি কাজ করে তাহলে শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা করবেই। সেজন্য বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনা ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি বিষয়ে বোর্ডের অধিকতর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তাদের এমনভাবে পাঠক্রম তৈরী করা উচিত যাতে ঘন ঘন বই বদলাতে না হয়। অঙ্ক করার যদি নতুন নিয়ম বের না হয় তাহলে অঙ্ক বই বদলাবে কেন? বিশেষ করে যেসব বই নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী রচিত হয়েছে সেগুলো দীর্ঘদিন চালু রাখতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রকাশকদের আশানুযায়ী জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ নাগাদ সবগুলো বই বেরিয়ে পড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন ভরসা এখনো আমরা করতে পারছিনা। অতীতে দেখা গেছে বই বেরুলেও বাজারে বিশেষ করে মফস্বলে তা সময়মত পৌছেনি। কর্তৃপক্ষ বিতরণ এবং বিপণন ব্যবস্থার দিকে নজর না দিলে এবারো সেই আশংকা থেকে যাবে।